দৈনিক খবর

তারিখ ...২৮/৫/৮৮...
পৃষ্ঠা...১... কলাম...৬...

দেশে সাক্ষরতার হার ১৯·৭০

# আগামী অর্থবছর প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের কোন পরিকল্পনা নেই

১৯৮১ সালের শুমারি অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ১৯ দশমিক ৭০ ভাগ। শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদে এ কথা জানান। তিনি জানান যে, ১৯৮১'র আদম শুমারি অনুসারে পুরুষ সাক্ষরতার গড় হার ২৫ দশমিক ৮০ ভাগ, মহিলা ১৩ দশমিক ২০ ভাগ। খবর 'বাসস'র।

মন্ত্রী বলেন, জেলাওয়ারী সাক্ষরতার হিসেবে ঢাকার স্থান প্রথম। ঢাকার সাক্ষরতার হার ৩৬ দশমিক ৩২ ভাগ। পুরুষ ৪৩ দশমিক ৭৮, মহিলা ৩৬ দশমিক ৩২ ভাগ। সর্বশেষ স্থানে রয়েছে পাবনা। এ জেলার সাক্ষরতার হার ১১ দশমিক ১২ ভাগ।

জাতীয় পার্টির আহসান হাবিবের (কুষ্টিয়া-২) এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্যে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পর্যায়ক্রমে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং আরো শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান। ৭-এর পাতায় দেখুন

066

## আগামী অর্থবছর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাপা'র অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলামের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার ফি বছর সরকারী কলেজের একজন ছাত্রের পেছনে ২১৭৫ টাকা ব্যয় করেন। বেসরকারী কলেজের প্রতি ছাত্রের পেছনে ৮৩৮ টাকা। তিনি বলেন, ১৯৮৬-৮৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রের জন্য সরকারের ব্যয় হয় যথাক্রমে ৪৪০ টাকা ও ১৮৯৯৮ টাকা।

জাপা সদস্য শাহ মোহাম্মদ আবু জাফরের (ফরিপুর-১) এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন যে, প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। চলতি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জাপা সদস্য ফারুক রশীদ চৌধুরীর (সুনামগঞ্জ-৩) এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজের জন্যেও সমপরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান যে, এ পর্যন্ত ওই টাকার ৩ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদে বলেছেন, আগামী অর্থবছরে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

মন্ত্রী বলেন, দেশে ৩৭ হাজার ৭শ' ৩৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই স্কুলগুলোতে ৯৩ লাখ ৭শ' ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। তিনি বলেন, এই স্কুলগুলোতে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮শ' ১৩ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। দেশে বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে ৭ হাজার ৩শ' ৫৩টি।

জাপা সদস্য মোবারক আলী এডভোকেটের (কুমিল্লা-১) এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৪ হাজার ৩শ' ২০টি শূন্যপদ রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে, তবে শূন্যপদ পূরণের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তহবিলের সীমাবদ্ধতার কারণে ২-হাজার লোকের জন্যে অথবা ২ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা এখনো বাস্তবায়ন করা যায়নি। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে খেলার মাঠের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

জাপা সদস্য শাহ মোহাম্মদ আবু জাফরের (ফরিদপুর-১) এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, জাতীয়করণকৃত কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৬ ও ১৮২টি।

এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের কোন পরিকল্পনা নেই। তিনি বলেন, সরকার এখন জাতীয়করণের খুঁটিনাটি সব দিক পরীক্ষা করে দেখছেন এবং এই পরীক্ষা সম্পন্ন হলে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হবে।